১৭-০৮-১৬ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মীঠে বাচ্চে - বাবা এসেছেন সকলের জীবনকে দুঃখ থেকে মুক্ত করে স্বর্গের বর্সা দিতে , এইসময়েই সকলে মুক্তি ও জীবনমুক্তি প্রাপ্ত করে"

প্রশ্ন : - তোমরা বাচ্চারা এখন কোন্ স্যাম্পলিং(কল্পবৃক্ষের চারা) কোন্ বিধির আধারে লাগাচ্ছো?

উত্তর : - আমরা এখন দৈবী ফুলের স্যাম্পলিং লাগাচ্ছি , যারা ব্রাহ্মণ কুলের হবে তারা এই স্যাম্পলিং-এ আসতে থাকবে। এ হল দেবতা ধর্মের স্যাম্পলিং যাতে মানুষ দেবতা রূপে পরিণত হয়। এই স্যাম্পলিং শ্রীমত অনুসারে লাগানো হয়। বাবাকে স্মরণ করলে আয়রন এজেড আত্মা গোল্ডেন এজেড আত্মায় পরিণত হয়।

গান :- ভোলানাথের চেয়ে নিরালা .....

ওমশান্তি। " শিব ভগবানুবাচ" বাবাকে এইরূপ বলা হয় না কিন্তু বাচ্চাদের বোঝান হয় যে শিব-ই হলেন ভগবান । তাই শিব ভগবানুবাচ বাচ্চাদের প্রতি, শিবকে সুপ্রীম আত্মাও বলা হয়। এবারে শিবের পরিচয় বাচ্চাদেরকে ভালভাবে বোঝান হয়েছে । তবুও বোঝান হচ্ছে সর্বের সদ্গতিদাতা হলেন শিব। ওঁনাকে ঈশ্বর ভগবান প্রভুও বলা হয়। অনেক নাম রাখা হয়েছে। শিবকে অন্তর্যামীও বলা হয়। বাস্তবে অন্তর্যামী বলাও ভুল। অন্তর্যামী অর্থাৎ সকলের মনের কথা বা অন্তরকে যে জানে। শিববাবা বলেন আমি কারো অন্তরের কথা জানিনা । আমি তো হলাম তোমাদের পিতা । আমি তো কল্পে কল্পে , কল্পের সঙ্গমযুগে এই পৃথিবীতে আসি। আমার নাম হল শিব। পরম আত্মাও বলা হয়। তোমারও আত্মা আছে কিনা । কিন্তু তোমার নাম তোমার দেহের আধারে রাখা হয়। সেই নামই হল আত্মার। এবারে পরমপিতা পরমাত্মারও নামের প্রয়োজন আছে তাইনা । ওঁনার নাম হল শিব। উনি হলেন নিরাকার , ওঁনার দেহের নাম নেই। উনি হলেন পরম আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা। বাবা বোঝাচ্ছেন যে আমার নাম হল শিব। আত্মাকে এই নাম দেওয়া হয়েছে । ওঁনার নাম হল একমাত্র শিব। পরম হওয়ার দরুন ওঁনাকে পরম আত্মা শিব বলা হয়েছে । শুধুমাত্র ঈশ্বর বা প্রভু বলা কোনো নাম হলনা । বাবা বলেন আমি হলাম সুপ্রীম সোল , কিন্তু নামতো লাগবেই তাই ড্রামা প্ল্যান অনুযায়ী নাম রাখা হয়েছে শিব। উনি হলেন ওপারের নিবাসী পরম আত্মা । উনি হলেন সবচেয়ে উচ্চ থেকে উচ্চতম , সবচেয়ে অনন্য (ন্যারা) এবং প্রিয় (প্যারা) । উনি পরম আত্মা এই দেহের আধারে বলছেন নিজের পিতা শিবকে স্মরণ করো। গডফাদার বলা হয় কিনা । ফাদারের নাম হল শিব। তারা গডফাদার শিব বলেনা । জানেইনা যে ওঁনার নাম হল শিব। শিব জয়ন্তী পালনও করে - সর্বত্র লিঙ্গ পূজন হয়ে থাকে। লিঙ্গের নাম হল শিব। তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর , তো শিবাচার্য হলেন তাইনা । শিবাচার্যউবাচ । ভক্তি মার্গে অনেক নাম রাখার দরুন কনফিউশন বেড়ে গেছে । বেহদের বাবা বসে বোঝাচ্ছেন , তোমাদের সকলের কাছে নিজের দেহ রয়েছে পার্ট প্লে করার জন্যে । শিববাবা এসে শ্রীমত বা মতামত দেন , সেইজন্য বলা হয় শ্রীমত ভগবানুবাচ । তফাত তো আছে তাইনা । সকলেই তো হল শিবের সন্তান । এবারে কৃষ্ণকে প্রজাপিতা বলে সম্বোধন করা যাবেনা । প্রজাপিতা কেবল ব্রহ্মাকেই বলা হয়। এক হলেন শিববাবা

আর অন্যজন হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা । শিববাবা হলেন রচয়িতা , ওঁনার কাছেই বর্সা অথবা স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত হয়। উনিই এসে জ্ঞান দান করেন। উনি হলেন জ্ঞানের সাগর , ওঁনার বর্সা হল স্বর্গ। বাবা-ই হলেন সর্বের জীবনমুক্তি দাতা। জীবনমুক্তি একটি শব্দ সবকিছুতেই প্রযোজ্য । সকলের জীবনকে দুঃখ থেকে মুক্তি প্রদান করে। পুনরায় বোঝান হয়েছে সর্বপ্রথম তুমি-ই জীবনমুক্তিতে আসো , তোমারই পার্ট রয়েছে । প্রথমে ক্রাইস্ট ইত্যাদি ইউরোপের দিকে গেছেন । এখানে তুমি ভারতেই আসো। ভারতেই দেবী-দেবতাদের রাজত্ব হয়। ভগবতী শ্রীলক্ষ্মীকে এবং ভগবান শ্রীনারায়ণকে বলা হয়। কিন্তু ভগবান বলা যাবেনা । ঐ হল আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম যা বর্তমানে লুপ্ত প্রায়:। দেবতাদের চিত্র রয়েছে কিন্তু তাঁদেরকে সত্যযুগের বর্সা কে দিয়েছেন সেইকথা কারুর জানা নেই। তুমি এখন জানো যে ভারতে দেবী-দেবতাদের থেকেই বিশ্বের ইতিহাস আরম্ভ হয়। প্রথমে দেবী-দেবতা ধর্মের আত্মাদের আগমন ঘটে । বাবা বোঝাচ্ছেন তাঁদের এই প্রালব্ধ প্রাপ্ত হয়েছে। নিশ্চয়ই আগের জন্মে এমন পুরুষার্থ করেছে। সৃষ্টি তো চলায়মান কিনা । গায়নও রয়েছে- বাবা এসে ব্রাহ্মণ , দেবতা এবং ক্ষত্রিয় ধর্মের স্থাপনা করেন। বাবা এইসময়ে ব্রাহ্মণদেরকে পড়ান। তুমি প্রথমে শুদ্র ছিলে , তারপর শুদ্র থেকে ব্রাহ্মণ , ব্রহ্মা-মুখবংশাবলী হয়েছ। উনি হলেন বাবা এবং ইনি হলেন দাদা। যতক্ষণ না ব্রহ্মা-বংশী হচ্ছে ততক্ষণ আত্মা বাবার কাছ থেকে বর্সা প্রাপ্ত করতে পারেনা। ব্রহ্মাকে অ্যাডম বলা হয়। ব্রহ্মা-সরস্বতী অ্যাডম এবং বিবি ..... এঁনারা হলেন সকলের মাতাপিতা । যে মানুষ মাত্রেই রয়েছে - প্রজাপিতা ব্রহ্মাকেই সবার চেয়ে বয়সে বড় বলা হয়। ব্রাহ্মণ ধর্ম থেকে দেবতা ধর্ম তারপর দেবতা ধর্ম থেকে দ্বিতীয় তৃতীয় ধর্মের উৎপত্তি।

বাচ্চাদের বলা হয় - শিববাবাকে স্মরণ করো। এমন বলবেনা যে ঈশ্বরকে অথবা পরমাত্মাকে স্মরণ করো। না, তিনি হলেন পিতা। তোমাকে বোঝান হয়েছে আত্মা হল বিন্দু , পরম আত্মাও হল বিন্দু। এই বিন্দুর নাম হল আত্মা । ঐ বিন্দুর নাম পরম আত্মা শিব। শিবের মন্দিরও খুব নামীগ্রামী হয়। বাচ্চাদের বুঝতে হবে আমরা হলাম আত্মা । এক দেহ ত্যাগ করে অন্য দেহে প্রবেশ করি। বিভিন্ন পার্ট প্লে করি। শিববাবাকেও পার্ট প্লে করতে হয়। বলা হয় হে ভগবান এসে আমাদের লিবারেট করো , পতিত থেকে পাবন বা পবিত্র করো। এই কথা কেউ জানেনা যে শিববাবাই পতিত থেকে পবিত্র করেন। উনিই হলেন জ্ঞানের সাগর , প্রেমের সাগর । উনিই বসে নলেজ দিচ্ছেন যে এই সৃষ্টি চক্র কিভাবে ঘুরছে । মুখ্য হল দুটি চিত্র - বৃক্ষ এবং গোলা বা চক্র । চক্রের চিত্রে কাঁটা দেখানো হয়েছে যাতে কতোটা সময় বাকি রয়েছে সেইকথা জানা যাবে। কলিযুগে রয়েছে কত মানুষ । সত্যযুগে খুব কম মানুষ থাকবে , বৃদ্ধি হবে সময়ের সাথে। এই সম্পূর্ণ জ্ঞান তোমার বুদ্ধিতে রয়েছে সেইজন্য স্বদর্শন চক্রও তোমাকে দেওয়া হয়েছে । শঙ্খও হল তোমাদের । এই হল মুখ দ্বারা জ্ঞান শোনানোর কথা । জ্ঞানের শঙ্খ বাজাও। বাবা বোঝাচ্ছেন হে আত্মা নিজের পিতাকে স্মরণ করো। গায়নও আছে যখন সদ্গুরু স্বয়ং এসেছেন দালালের রূপে... বাবা নিজে এঁনার (ব্রহ্মাবাবার) মধ্যে বসে আত্মাদের আশীর্বাদ করেন, তোমাকেও শেখাচ্ছেন । তুমিও দালাল রূপে পরিণত হয়েছ। ইনিও বলেন শিববাবাকে স্মরণ করো। শিববাবা ব্রহ্মা দ্বারা বলছেন পিতাকে স্মরণ করো। তুমিও বলো যে শিববাবাকে স্মরণ করো তাহলেই বিকর্মের বিনাশ ঘটবে। অল্ফকে স্মরণ করলে এই রাজ্য সিংহাসন প্রাপ্ত হবে। তাঁর আত্মাকে পুনরায় ৮৪ জন্ম ভোগ করতে হবে। তোমার এখন স্বদর্শন চক্রের জ্ঞান হয়েছে । কিভাবে আমরা ৮৪ জন্ম গ্রহণ করি। জগৎঅম্বা হলেন জগৎমাতা। তাহলে জগৎপিতাও নিশ্চয়ই প্রয়োজন । এমন নয় এরা হলেন স্ত্রী পুরুষ । ব্রহ্মার কন্যা সন্তান হলেন সরস্বতী । সকলেই ব্রহ্মার সন্তান । ব্রহ্মার স্ত্রী নয়। ব্রহ্মার কন্যা সন্তান সরস্বতীর

গায়ন রয়েছে । ওনাকেই জগৎঅম্বা , ব্রহ্মাকে জগৎপিতা বলা হয়। সরস্বতী হলেন মুখ্য , তাই পালনার জন্যে ওনাকে যুক্ত করা হয়েছে। ওনার পার্টই হল এইরূপ । এখন তুমি জানো যে শিববাবা এই ব্রহ্মা দ্বারা আমাদের জ্ঞান দান করেন। তুমি হলে মাতাপিতা আমরা সন্তান তোমার .... এই মহিমাও ওঁনারই গায়ন রয়েছে । উনি হলেন পিতা । মাতা নন। শিববাবা হলেন কিনা। বাবা এসে ব্রহ্মার মধ্যে প্রবেশ করে এনার দ্বারা বাচ্চাদের অ্যাডপ্ট করেন। কিন্তু পুরুষ বলে মাতাকে কলস দেওয়া হয়েছে । তারা আবার দৃষ্টান্ত দিয়েছে সাগর মন্থন হয়েছে , কলশ প্রাপ্তি হয়েছে , সেই কলশ আবার শ্রীলক্ষ্মীকে প্রদান করা হয়েছে। এইসব ভুল । কলশ মাতাদের মস্তকে রাখা হয়েছে । জ্ঞান-জ্ঞানেশ্বরী জগৎঅম্বা হলেন কিনা। শিববাবা ব্রহ্মা দ্বারা জ্ঞান দিচ্ছেন । ঈশ্বর জ্ঞান দিচ্ছেন তাই তোমরাও জ্ঞান-জ্ঞানেশ্বরী হলে কিনা। পরবর্তী সময়ে রাজ-রাজেশ্বরী রূপে পরিণত হবে। তুমি বলবে আমরা হলাম রাজঋষি । ঋষি শব্দটি পবিত্রতার প্রতীক । সত্যিকারের রাজঋষি হলে তোমরা । তারা হল হঠযোগী । তুমি রাজ্য সিংহাসনের জন্যে বিকারের সন্ন্যাস করো। এখন তুমি হলে সঙ্গমে। এই হল কুম্ভমেলা । তুমি জ্ঞান স্নান করছ এবং যোগও শিখছো । জ্ঞান শেখাচ্ছো যে এই সৃষ্টি চক্র কিভাবে ঘুরছে। বাবা হলেন নলেজফুল , তুমিও হলে মাস্টার নলেজফুল । এই রাজধানীর স্থাপনা হচ্ছে । নম্বর অনুসারে পার হয়ে যায়। রামের হাতে বাণ দেওয়া হয়েছে কেন ? এই কথাও জানা নেই। এইসব বোঝানোর জন্যে দেওয়া হয়েছে । নাহলে মানুষ ভাববে - বাণ চালানো হল হিংসার চিত্র । যেমন দেবীদের হাতেও হিংস্র বাণ ইত্যাদি অস্ত্র শস্ত্র দেওয়া হয়েছে । বোঝান হয়েছে এই সময়ে সব ক্ষত্রিয় যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত রয়েছে । কিন্তু তোমার যুদ্ধ হল মায়ার সঙ্গে । সম্পূর্ণ রূপে স্মরণে না থাকলে মায়া রাবণকে হারানো অসম্ভব । কর্মাতীত অবস্থাকে প্রাপ্ত করা অসম্ভব । এই হল তোমার যুদ্ধ স্থল । যুদ্ধে যে স্থির থাকতে পারে তাকে যুধিষ্ঠির বলা হয়। এমন এমন নাম রাখা হয়েছে । যুধিষ্ঠির এবং ধৃতরাষ্ট্র দেখানো হয়। সে পান্ডবদের দলে, অন্যজন কৌরবদের দলের এইসব কাহিনী রচনা করা হয়েছে । এমন সব নাম আসলে নেই ।

এই তোমার পড়াশোনা কত সহজ (সিম্পল) । ঐ পড়াশোনায় যে যত পড়বে উঁচু পদের প্রাপ্তি হবে। এখানেও তুমি যত যোগ করবে আর পড়াশোনা করবে ততই উঁচু পদের অধিকারী হবে। এতেই অ্যাটেন্সন বিশেষ ভাবে দেওয়া উচিত । পরীক্ষায় ফেল করলে টাকা নষ্ট হয়ে যায়। এখানেও ভালভাবে অ্যাটেনশান দিয়ে পড়া উচিত । তুমি হলে গডলী স্টুডেন্ট । তোমার তো বিরাট ইউনিভার্সিটি থাকা উচিত । ব্রহ্মাকুমারীজ গডলী ইউনিভার্সিটি । তুমি সম্পূর্ণ বিশ্বের নলেজ দিচ্ছো - আদি-মধ্য-অন্তের তাই তুমি লিখতে পারো গড ফাদারলী ইউনিভার্সিটি । বাবা শেখাচ্ছেন কত উঁচু পদের অধিকারী হতে পারো তুমি । এই হল খুব উঁচু দরের পড়াশোনা । বাচ্চাদের যুক্তি সহকারে বোঝান উচিত । আমরা গডফাদারলী ইউনিভার্সিটি নাম লিখি কারণ বিশ্বের ইতিহাস ভূগোলের নলেজ কিরূপ রিপিট হয়, এই সৃষ্টি চক্র কিভাবে ঘুরপাক খায় সেসব বোঝান হয়। যাতে ঐ লোকেরাও বুঝতে পারে যে গডলী ইউনিভার্সিটি নাম একেবারেই ঠিক । সম্পূর্ণ বিশ্বের নলেজ এখানেই প্রাপ্ত হয়। ভারত আদিকালে কি ছিল , তুমি কিভাবে মালিক পদ প্রাপ্ত করো , এইসব বিষয়ে বুদ্ধি বেশ পবিত্র চাই। তোমার বুদ্ধি এখন এই জ্ঞান প্রাপ্ত করছে । বাঘের দুধ রাখতে স্বর্ণ-পাত্রের প্রয়োজন(শক্তিশালী আধার প্রয়োজন) ..... এতে গোল্ডেন এজেড বুদ্ধির প্রয়োজন । বাবাকে স্মরণ করলে তোমার বুদ্ধি গোল্ডেন এজেড রূপে পরিণত হবে। স্মরণ না করলে আয়রন এজেড হয়ে পড়ে। প্রতি মূহুর্তে বাবাকে ভুলে যায়। এই পরিশ্রমে সময় লাগে পূর্ব অনুরূপ , যারা ব্রাহ্মণ কুলের হবে তারা আসতেই থাকবে। স্যাম্পলিং লাগতেই থাকবে। পূর্ব কল্প অনুরূপ তুমি স্যাম্পলিং লাগাচ্ছো

– মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত করতে। এই হল দেবতা ধর্মের স্যাম্পলিং । ঐ মানুষতো জঙ্গলের স্যাম্পলিং লাগায় , জঙ্গলের বৃদ্ধি করতে । নাহলে কাঠ পাওয়া যাবেনা । না পশুদের বাসস্থান থাকবে। এখানে তুমি দেবতা ধর্মের স্যাম্পলিং লাগাচ্ছো । তুমি বাবার শ্রীমতে দৈবী ফুলের স্যাম্পলিং লাগাচ্ছো । আমরা কোনো সেরিমনী করিনা । এইসব কথাতো বুঝবারই কথা। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং গুডমর্ণিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১. উচ্চ থেকে উচ্চ পদ প্রাপ্তির জন্যে পড়াশোনায় অ্যাটেনশান দিতে হবে। এই যুদ্ধ স্থলে মায়াকে হারিয়ে কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত করতে হবে। হারলে চলবেনা ।

২. নিজের বুদ্ধিকে গোল্ডেন এজেড পবিত্র স্বরূপ প্রদান করতে বাবার স্মরণে থাকতে হবে। দৈবী ফুলের স্যাম্পলিং লাগাতে হবে, স্বর্গের স্থাপনা করতে হবে।

বরদান :- নিরাকারী স্থিতির অভ্যাস দ্বারা আমিত্বকে সমাপ্ত করতে পারে এমন নিরহংকারী ভব।

বর্তমান সময়ে সবচেয়ে সুক্ষ্ম এবং সুন্দর সুতো হল এই আমিত্বের ভাব। এই আমি শব্দটি দেহঅভিমানের সীমানা থেকে যেমন দূরে নিয়ে যায় তেমনই দেহঅভিমানের নিকটেও নিয়ে আসে। যখন আমিত্বের ভাব উল্টো রূপ ধরে আসে তখন বাবার প্রিয়-ভাজন হওয়ার পরিবর্তে কোনো আত্মার নাম-মান-শানের প্রিয়-ভাজন রূপে পরিণত করে দেয়। এই বন্ধন থেকে মুক্ত হতে নিরন্তর নিরাকারী স্থিতিতে স্থির হয়ে সাকারে প্রকাশিত হও - এই অভ্যাসকে ন্যাচারাল নেচার করে নিলেই নিরহংকারী স্বরূপে পরিণত হবে।

স্লোগান :- ভালো বা মন্দ কিছু শুনে সংকল্পেও ঘৃণা ভাব উৎপন্ন হওয়াও হল একপ্রকারের পরমত।